গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দিরাই, সুনামগঞ্জ।
www.derai.sunamganj.gov.bd

অক্টোবর-২০১৮ খ্রিঃ মাসে অনুষ্ঠিত উপজেলা এনজিও বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ শরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
তারিখ ও সময় ঃ ০৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ, সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত এনজিও সমূহের তালিকা : পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর বিগত সভার কার্য বিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়। এতে কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

উপস্থিতি ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত ঃ বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন এবং সভার উপস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ মাসে মোট ০৯ জন এনজিও প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত আছেন এবং ০৬ জন এনজিও প্রতিনিধি অনুপস্থিত রয়েছেন। ০৯ জন এনজিও প্রতিনিধি হতে ওয়ার্কিং পেপার/প্রতিবেদন পাওয়া যায়। এনজিও প্রধানগণকে নিয়মিত এনজিও বিষয়ক সভায় সময়মত উপস্থিত থাকার এবং প্রতি মাসের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন যথা সময়ে দাখিল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অতপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

ব্র্যাক ঃ উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কারী বেগম পারুল আক্তার সভায় জানান যে, দিরাই উপজেলায় সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাক এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ উপজেলায় ব্র্যাক প্রাইমারী স্কুল ৫৮ টি, তন্মধ্যে শিক্ষাতরী ১৯ টি, মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫৮ জন, এছাড়া উক্ত স্কুলগুলোতে ১২৩৯ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। যাদের বয়স ০৮-১২ বছর। গত মাসে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ এসেছে ০২টি, এর মধ্যে নতুন ও পুরাতন মিলে সমাধান করা হয়েছে ০৩ টি। বর্তমান মাসে নতুন যক্ষা রোগী ২৮ জন সনাক্ত করা হয়। এছাড়া রোগ নির্নয়ের জন্য ০৪ জনকে ২৭১৮ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ মাসে স্বাস্থ্য সেবিকা দ্বারা ৫৮৭ জন নতুন গর্ভবতী চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা গর্ভকালীন মায়েদের পরিচর্যা করা হয়েছ ২২৭৫ জন মহিলাকে। স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা এ মাসে ৩৪৫ জন প্রসবকৃত মায়ের মধ্যে ২২৮ জনকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা দেওয়া হয়। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা ৫৪৯৩ জন খানা ভিজিটের মাধ্যমে ৪৩০২ জন সক্ষম দম্পতির মধ্যে ২৮৮৫ জন পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি ও ২৬৩ জন স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহন করে। মোট সদস্য ৩৫,৮৪৮ জন, মোট ভি ও ৬৫২ টি, মোট ঋনী (চলতি মাস) ১৬,৭৩৮ জন। এ মাসে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসুচির মাধ্যমে ২,৮৩,৮৬,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ১১ টি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ৪৫৮টি গরুকে বিভিন্ন ধরণের রোগের টিকা দেওয়া হয়েছে। মোটিভেশনের মাধ্যমে ৬২ টি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বসানো হয়েছে। ভিডিও মিটিং সম্পন্ন হয়েছে ১০৪৭ টি। ব্র্যাক গনকেন্দ্র পাঠাগার আছে ১০ টি। এখানে ৪২৩০ জন সদস্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের সহিত জড়িত। যার মধ্যে শরীরচর্চা, খেলাধুলা, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ধরনের বই আছে।

আইপাশ (বাংলাদেশ)ঃ উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব রুবেল চৌধুরী সভায় জানান যে, অক্টোবর মাসে দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৭২ জন গর্ভবর্তী নারীকে নিয়মিতকরণ, গর্ভপাত পরবর্তী সেবা, প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র) ২১৩ জন নারীকে নিয়মিতকরণ, গর্ভপাত পরবর্তী সেবা, প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়।

আশাঃ উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব হারাধন দেব জনান, সরকারী দিক নির্দেশনার অংশ হিসাবে স্বাস্থ্য সচেতনতায় কর্মসূচিতে ১৬ জন কর্মী ও কর্মকর্তাগন প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক যুগে ৪৫০১ জন সদস্যের মধ্যে দলীয় সভায় আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ১২ মাসে ১২ টি ইস্যু ভিত্তিক আলোচনা পর্যায়ক্রমে চলমান আছে। এর মধ্যে চলতি মাসে জরুরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শ্যামারচর ব্রাঞ্চে শিক্ষা কর্মসূচিতে ২০ জন শিক্ষা সেবিকা ও ০১ জন শিক্ষা সুপারবাইজারের তত্ত্বাবদানে ২০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৬০জন ছাত্র/ছাত্রীকে পাঠদানের মাধ্যমে পড়ানো হয়। চলতি মাসে ০২ জন সদস্যকে মৃত্যুজনিত কারণে ঋণ মওকুপসহ বীমা প্রদানের পাশাপাশি মূলধনি তহবিলের দ্বিগুন অংশ প্রদান করা হয়। চলমান মাসে ঋণের স্থিতি ৩৫৯২ জন, ৭৪০০৪৭৮৬/- টাকা এর মধ্যে বন্যাজনিত বকেয়া ২৩৩৬ জন কে ২৬২৩৭৩০০/- টাকা প্রদান করা হয়। সুদমুক্ত ঋণের স্থিতি ৯৪১ জন কে ১১৫৮৬৫৫/- টাকা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য আশা সকল কর্মসূচি নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। ঋন কার্যক্রমের আয় থেকে সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়। এছাড়াও আশা সম্পূর্ন বিদেশী অনুদানমূক্ত প্রতিষ্ঠান।

এফআইভিডিবি (ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ)ঃ উক্ত প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার জনাব আরমান মাহমুদ সভায় জানান যে, প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ৯৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এ মাসে প্রকল্প এলাকার ৯৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসির সাথে যোগাযোগ করা হয়। এছাড়া প্রকল্প এলাকার ৯৭ টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে মুদ্রণ সমৃদ্ধ শিখন পরিবেশ তৈরী করার জন্য Print-rich উপকরন পুণরায় আপডেট করা হয়। দিরাই উপজেলায় ০৯ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭টি কমিউনিটি রিডিং ক্যাম্প এর জন্য ৩৪ জন কমিউনিটি লিটারেসি ভলোন্টিয়ার কর্মরত ছিল। বিগত ফেব্রুয়ারী ২০১৭ ইং শেষে রিড প্রকল্প ১৭টি কমিউনিটি রিডিং ক্যাম্পে সহায়তা প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমানে ১৭ টি কমিউনিটি রিডিং ক্যাম্প এর মধ্যে ১৩ টি রিডিং ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেছে

এবং ০৪ টি রিডিং ক্যাম্প্ এর কার্যক্রম স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহযোগীতায় চলমান আছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৩ টি রিডিং ক্যাম্পে অসংখ্য উপকরণ অলস ভাবে পড়ে রয়েছে। যা বর্তমানে ক্যাম্প সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষার্থীর বসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পড়ার যাবতীয় উপকরণ বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৩ টি রিডিং ক্যাম্প রয়েছে। এছাড়া চলমান ০৪ টি রিডিং ক্যাম্পে ভলান্টিয়ারদের সেশন পরিচালনায় ও অভিভাবক সভা আয়োজনে সহায়তা করা হয়। ৯৭ টি বিদ্যালয়ে রিডিং কর্ণার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শিশুরা সক্ষমতার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই পড়ছে। এই পর্যন্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩২১ টি করে ৯৭ টি বিদ্যালয়ে ৯৭*৩২১= ৩১১৩৭ টি বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই প্রদান করা হয়েছে। পড়তে শেখার নির্দেশনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের শ্রেণি পাঠদানের সময় টিএলএম ব্যবহারের জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে সহকারী শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিমাসে রিড প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩-৪ বার করে পরিদর্শন করে থাকেন এবং বিদ্যালয়ের ১ম-৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দূর্বলতা চিহ্নিত করে সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। বিগত মাসে প্রকল্প এলাকার ৬৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সমাবেশে রিড প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শিশুদের পড়তে শেখায় মায়েদের ভূমিকা নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। দিরাই উপজেলার ৯৭ টি বিদ্যালয়ে READ Transition workshop করা হয়।এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ হলরুমে Upazila Level Exit workshop করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব হাফিজুর রহমান তালুকদার। এছাড়াও উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্টাফদের নিয়ে এরিয়া অফিস ও রিজিওনাল অফিসে মাসিক সভা করা হয়। এছাড়া এ মাসে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ এর Monitoring & Evaluation এর Web Based Data entry এর জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং Data entry করা হয়েছে।

স্যানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আইসিডিপি প্রজেক্ট)ঃ উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব এমরুশ হাগিদক সভায় জানান যে, স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা এ মাসে দেওয়া হয় ১২০ জনকে। পিছিয়ে পড়া বিপদগামী জনগোষ্ঠীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন এর মাধ্যমে তাদের সমাজের মূল শ্রুতধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে তাদের পরিবর্তন করা এবং এই সমিতি গুলোতে এ মাসে ০২ টি মিটিং করা হয়। এই মিটিং এ রাজানগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহুদয় এবং দিরাই সমবায় অফিস থেকে অডিট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এ মাসে শিশু গ্রোথ মনিটরিং ১৮ জন, মা ও শিশুদের পরিচর্যা বিষয়ক সেশন সম্পন্ন হয় ০১ টি, এইডস বিষয়ক সেশন সম্পন্ন হয় ০৩ টি, আর্সেনিক সচেতনতা বিষয়ক সেশন সম্পন্ন হয় ০৮ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য বিষয়ক সভা হয় ০৯ টি, ইউনিয়ন লাভলীহুড সভা সম্পন্ন হয় ০৫ টি, ইউনিয়ন জেন্ডার সভা সম্পন্ন হয় ০৮ টি। এছাড়া এ মাসে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা দিবস ২০১৮ পালন করা হয়।

পপি ভিজিডিঃ উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব শ্যামল চন্দ্র দাস সভায় জানান, অক্টোবর-২০১৮ খ্রিঃ মাসে দিরাই উপজেলার দরিদ্র জন গোষ্টির আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৭৮ জন হতদরিদ্র জন গোষ্টিকে ভিজিডি আওতাভুক্ত করা হয়। তাদের সঞ্চয়ি হিসাব নং-৩৮০, কৃষি ব্যাংক, দিরাই শাখায় তহবিল ৬০,০৩,২৪০/- টাকা জমা করা হয়েছে। এছাড়াও এ মাসে ভিজিডি মহিলাদের কে আইজিএ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কেয়ার জিএসকে সিএইচডব্লিউ ইনিশিয়েটিভঃ উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাবা তুলসী রানী ভৌমিক সভায় জানান, কেয়ার জিএসকে সিএইচ ডব্লিউআই সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর মাসে ১৪৯০ জন গর্ভবর্তী মাকে গর্ভকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ মাসে ৩৩ টি ডেলিভারী করানো হয়েছে, সিসি ডেলিভারী করানো হয়ছে ১৩ টি। রফিনগর এফডব্লিউসিতে ডেলিভারী সংখ্যা ০২ জন প্রসূতি মাকে। এছাড়া প্রসবোত্তর সেবা দেওয়া হয়েছে ৬০৭ টি পরিবারে। এছাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫৮৭ জন নবজাতকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১১৯ টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে। ৩৯ জন মা ও ০৪ জন শিশুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে। কমিউনিটি গ্রপের মাসিক সভায় অংশ গ্রহন ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ০২টি। এছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহন ০২টি, স্কিলল্যাব প্রশিক্ষন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ০১ টি, গ্রামসভা সম্পন্ন হয়েছে ০৮ টি। পরিবার পরিকল্পনা পদ্বতি বিষয়ের কাউন্সিলিং এর সংখ্যা ৩১৪ জন এবং পদ্বতি গ্রহনের জন্য রেফার এর সংখ্যা ৪৯ জন। এছাড়া বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের সাধারণ রোগের চিকিৎসার সংখ্যা ১৫১৯ জন, কমিউনিটি ক্লিনিকে মা সমাবেশে সহায়তা করন সংখ্যা ২০ টি। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১৮ উৎযাপন উপজেলা পর্যায়ে ০১টি, কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে সভা সম্পন্ন হয় ২৫ টি এতে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ৩৩৯ জন।

ইসলামিক রিলিফ ঃ উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাকারিয়া সভায় জানান যে, চলতি মাসে মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ২৯৭ জন এতিম শিশু ও তার পরিবার। ২৬ টি উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে ৫৪৫ জন অভিভাবকদের বিভিন্ন সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক আলোচনা যেমন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশু স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, শিশুদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য তদারকি ব্যবস্থা, শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য বিনোদনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতিম শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত, শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়ন, পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ ও পর্যালোচনার জন্য ১৭ টি বিদ্যালয় পরিদর্শণ করা হয়। ০৫ টি বিদ্যালয়ে ১৮ জন শিক্ষকের সাথে মিটিং করা হয়। এতিম পরিবারের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহন, শিশুদের শিক্ষার উন্নয়ন, বসতভিটায় সবজি চাষ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৬৪ টি বাড়ী পরিদর্শন করা হয়। ঝুঁকিপূর্ন শিশু যারা পিতৃ-মাতৃহীন, অযত্ন, লেখাপড়ায় দূর্বল, শিশু শ্রমের সাথে জড়িত এমন শিশুর বাড়ি পরিদর্শন হয়েছে ৪৯ টি। ০২ টি শিশু ক্লাব (লাইব্রেরী) এর মাধ্যমে ৪৩ জন শিশু (ছাত্র/ ছাত্রী) শিক্ষা ও বুদ্ধি বিকাশমূলক নেতৃত্ব বিকাশের জন্য নিজেরা শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এতিম শিশুদের পরিবারে আপদকালীন

ব্যবহার ও বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে জরুরী ব্যবহারের জন্য ২৬,৮৫০/- টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করে সমিতির মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। অভিভাবকদের দ্বারা পরিচালিত ০০ টি স্বাবলম্বী দলের ০০ জন অভিভাবককে মুরগী পালন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন ০০ দিনের প্রশিক্ষন করানো হয়েছে।

সীমান্তিক (নতুন দিন)ঃ উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব জাহাঙ্গীর আলম সভায় জানান যে, এইচটিএসপি এবং প্রথম ১০০০ দিন প্যাকেজ বিষয়ে ৯২২ জন এমডব্লিউআরএ এবং ৬৬৪ জন কেয়ারগিভার (০৫ বছর এর নীচের শিশু)দের নিয়ে ৬৬ টি এমডব্লিউআরএ এন্ড কেয়ারগিভার মিটিং সম্পন্ন হয়। এছাড়াও Newlywed দের বিষয়ে ০৭ দম্পতিকে নিয়ে মিটিং করা হয়।

বিবিধ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় জানান, সকল এনজিওকে স্ব স্ব সংস্থার কার্যক্রমের পাশাপাশি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। মাঠ পর্যায়ে বাল্য বিবাহের কোন সংবাদ বা প্রস্তুতির খবর পেলে তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত সমূহঃ

১. উপজেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সভা প্রতি মাসের ২য় সোমবার আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সকল এনজিওকে মাঠ পর্যায়ে সহায়ক ভুমিকা পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. ফেইসবুক পেইজে নিজ নিজ সংস্থার দৃশ্যমান কার্যক্রম আপলোড করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪. এনজিও বিষয়ক সভায় ইউপি চেয়ারম্যানগণকে নিয়মিত উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫. নির্ধারিত তারিখে কোন বিশেষ কারণে কোন সদস্য উপস্থিত থাকতে না পারলে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬. প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে এনজিও কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে এবং প্রতিবেদনে বরাদ্দের পরিমান, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং চলতি মাসের কার্যক্রম স্পষ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৭. ক্ষুদ্র ঋণ, স্যানিটেশন, আর্সেনিক জরিপ, নলকূপ স্থাপনকারী এনজিও সমূহ উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্য এনজিও এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
৮. অনগ্রসর অতিদরিদ্র এলাকায় এনজিও কার্যক্রম জোরদার করার অনুরোধ জানানো হয়।
৯. কোন এনজিও বিদেশী প্রতিনিধিকে পরিদর্শনে আনার আগে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন এবং অফিসার ইনচার্জ, দিরাইকে অবহিত করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(শরিফুল ইসলাম)
পরিচিতি নংঃ ১৬৮৩৯
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দিরাই, সুনামগঞ্জ।
ফোন ঃ ০৮৭২৪-৫৬০১৭

স্বারক নং-০৫.৬০.৯০২৯.০০০.১৭.০১৫-১০১৭/১

তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

০১. মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামঞ্জ-২
০২. জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ
০৩. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দিরাই,সুনামগঞ্জ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১.চেয়ারম্যান,.....ইউপি (সকল) দিরাই,সুনামগঞ্জ
০২.পরিচালক/ব্যবস্থাপক/টীমলিডার/প্রকল্প কর্মকর্তা ....., দিরাই,সুনামগঞ্জ
০৩.অফিস নথি/মাস্টার নথি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দিরাই, সুনামগঞ্জ।

পরিশিষ্ট-'ক'

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. জনাব মঈন উদ্দিন ইকবাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
২. জনাব গোলাপ মিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
৩. জনাব মোঃ রেজুয়ান হোসেন খান, চেয়ারম্যান, রফিনগর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।
৪. জনাব মোঃ শাহজাহান কাজী, চেয়ারম্যান, ভাটিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।
৫. জনাব সৌম্য চৌধুরী, চেয়ারম্যান, রাজানগর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।
৬. জনাব রতন কুমার দাস, চেয়ারম্যান, চরনারচর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।
৭. জনাব এহসান চৌধুরী, চেয়ারম্যান, দিরাই সরমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ।
৮. জনাব আছাব উদ্দিন সর্দার, চেয়ারম্যান, করিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।
৯. জনাব শিবলী আহমেদ বেগ, চেয়ারম্যান, জগদল ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।
১০. জনাব আব্দুল কুদ্দুস, চেয়ারম্যান, তাড়ল ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।

১১. জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, চেয়ারম্যান, কুলঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, দিরাই।

১২. জনাবা পারুল আক্তার,উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী, ব্র্যাক, দিরাই এর পক্ষে।

১৩. জনাবা তুলসী রানী ভৌমিক, কেয়ার জিএসকে সিএইচডাব্লিউওয়াই, দিরাই।

১৪. জনাব নাজমুল হাসান, প্রকল্প কর্মকর্তা, ইসলামিক রিলিফ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।

১৫. জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিন, ম্যানেজার, আশা, দিরাই, সুনামগঞ্জ।

১৬. মোঃ মাহবুব হোসেন, উপজেলা সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, দিরাই।

১৭. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রকল্প কর্মকর্তা, সীমান্তিক "নতুন দিন।

অনুপস্থিত এনজিও প্রতিনিধি ঃ

১. জনাব প্রদীপ দাস, প্রতিনিধি, ইউইআরডি, দিরাই, সুনামগঞ্জ।

২. জনাব এমরুশ হাগিদক, টীম লিডার, স্যানক্রেড ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, দিরাই।

৩. জনাবা উজ্বলা ক্লারা, ইরা, দিরাই, সুনামগঞ্জ।

৪. জনাব রুবেল চৌধুরী, আইপাস বাংলাদেশ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।